প্রিয় কবিতা আমার

সম্পাদনা
ঋতু সরকার
আদরি সাহা

PRIYA KABITA AMAR
An anthology of Criticism on Modern Bengali Poem, Edited by Ritu Sarkar & Adari Saha, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-700009, January, 2021 ₹ 200.00

© সম্পাদকদ্বয়
সামসি কলেজের বাঙলা বিভাগীয় প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীর একটি বিশেষ উদ্যোগ

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
১ জানুয়ারি, ২০২১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
স্টার লাইন
কলকাতা : ৭০০ ০০৬

ISBN 978-93-86508-96-6

মূল্য : দুশো টাকা

সূচিপত্র

বঙ্গভাষা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৯	সরিফুল ইসলাম
মা : দেবেন্দ্রনাথ সেন	২৩	ঋতু সরকার
হে মরণ ধন্য তুমি : অক্ষয়কুমার বড়াল	২৫	মনোজ ভোজ
এবার ফিরাও মোরে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭	রঞ্জিত সরকার
সখার প্রতি : স্বামী বিবেকানন্দ	৩০	চৈতালী মণ্ডল
আমার ঈশ্বর : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	৩২	দীপঙ্কর রক্ষিত
মির্তিল্লার গান : শ্রীঅরবিন্দ	৩৫	নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী
চম্পা : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৯	কঙ্কণ দত্ত
পথের দাবী : কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪১	দৌবারিক গোস্বামী
একুশে আইন : সুকুমার রায়	৪৪	আদরি সাহা
কচি ডাব : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৪৬	গৌতম দাস
পয়ার : মোহিতলাল মজুমদার	৫৫	মাবুদ আকতার
অভিশাপ : কাজী নজরুল ইসলাম	৫৭	ইন্তাজুল হক
কার্তিক ভোরে : ১৩৪০ : জীবনানন্দ দাশ	৫৯	প্রকাশ মাইতি
সংগতি : অমিয় চক্রবর্তী	৬২	প্রিয়ব্রত দত্ত
উটপাখী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	৬৫	রোকেয়া পারভীন
বন্দীর বন্দনা : বুদ্ধদেব বসু	৭০	প্রীতিলতা ঝা
'টপ্পা-ঠুংরি' : বিষ্ণু দে	৭৩	দীপাঞ্জনা শর্মা
মহুয়ার দেশ : সমর সেন	৭৯	ইমন ভট্টাচার্য
ফুল ফুটুক না ফুটুক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৮৪	আকবর হোসেন
জননী জন্মভূমিশ্চ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮৮	প্রীতিলতা ঝা
উলঙ্গ রাজা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৯২	নিবাস হালদার
প্রিয়তমাসু : সুকান্ত ভট্টাচার্য	৯৫	মমতা দাস
ঋষি ব্রহ্মার গৃহ-সূক্ত : গৌরী ধর্মপাল	৯৮	মৃণালচন্দ্র দাস
সেই গল্পটা : পূর্ণেন্দু পত্রী	১০২	শ্রীময়ী ঘোষ
বাবরের প্রার্থনা : শঙ্খ ঘোষ	১০৫	আবিরা সেনগুপ্ত
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো : শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১১৪	শম্পা পাল
শুধু কবিতার জন্য : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১১৮	মনোজ ওরাওঁ
বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১২০	সুমন ভট্টাচার্য
ভালোবাসা দিতে পারি : বিনয় মজুমদার	১২৪	আদরি সাহা
কাঠের চেয়ার : অমিতাভ দাশগুপ্ত	১২৬	মনোজ ভোজ

চম্পা □ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কঙ্কণ দত্ত

রবীন্দ্রপরবর্তীযুগে রবীন্দ্রানুকরণের ধারায় যে কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যধারার স্বাতন্ত্র্য বিচারে কোনো সমালোচক বলেন, আধুনিক কবিদের কাছে সতেন্দ্রনাথ নতুন সুর আনতে পেরেছিলেন। সেই সুর কেবল তাঁর ছন্দের নৈপুণ্যেই নয় যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানচেতনার মধ্যে নিহিত। 'ফুলের ফসল' (১৯১১) কাব্যগ্রন্থের কবিতাটি তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো করেই উপলব্ধি করেছেন। সতেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর চম্পা কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা বিজ্ঞানচেতনার প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করলেন। সূর্যের প্রভাবে চম্পা ফুলের জন্ম, লাবণ্য ও সৌরভের প্রকাশ। তাকেই সমসোক্তি অলংকারে সাজিয়ে প্রকাশ করেন কবি।

বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে চম্পা ফুলের জন্ম। যখন সমগ্র বিশ্ব গ্রীষ্মের দাবদাহে যন্ত্রণার্ত তখন অপ্সরার মতো প্রকট হয় চম্পা। ভয়ংকরতার মাঝখানে তার আবির্ভাব "আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে"। বসন্তের সৌন্দর্য উপভোগের অধিকার তার নেই, তাই ম্লান পৃথিবীতে শঙ্কিত পদে আবির্ভাব। সৌন্দর্যের পরিবর্তে জন্মমাত্র সুন্দর নয়নে প্রত্যক্ষ করে জলস্থল,— শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু বিশ্বাসের কোনো অভাব থাকে না। চরাচর যন্ত্রণার্ত হলেও তার বিশ্বাস—

> চম্পা আমি,— খরতাপে আমি কভু ঝরিব না মরি

বিধাতার আশীর্বাদে রৌদ্রের 'উগ্রমদ্য' সহজে পান করতে পারে চম্পা। সূর্যের উগ্র তেজে চম্পার লাবণ্য সৌরভ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই সবশেষে উগ্র সূর্যকেই প্রণাম জানায়।

আধুনিক বাঙলা কবিতা গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু জানান, আধুনিক কবিতা সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, প্রতিবাদের কবিতা। আধুনিক জটিল জীবনে যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ক্রমবর্ধমান আধুনিক কবিতায় তার প্রভাব স্পষ্ট। চম্পা বিশ্বচরাচরের ম্লানতায় আবির্ভূত। তাই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় তার মধ্যে বর্তমান। কিন্তু বিশ্ব ক্লান্তির মধ্যেও তার অপ্সরার মতো আবির্ভাব যেন সমগ্র অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের প্রতিবাদ। তার আত্মঘোষণা অপরাজেয়তার গৌরবে উজ্জ্বল। দুঃখকে আত্মস্থ করে সুখে রূপান্তরিত করাই তার বিজয় পতাকার স্মারক।

সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রানুসারী কবি হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও বস্তুবাদী চিন্তা যুক্তিনিষ্ঠ মনন ও বিজ্ঞানচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে চম্পা কবিতাটি রচনা করেন। সমগ্র কবিতায় তার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু শেষ পঙ্‌ক্তিতে পৌছে চম্পা "দিনদেবে নমস্কার" জানানোর মধ্যে

রবীন্দ্রচেতনার অনুসরণ প্রকট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তার কবিতার মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মচেতনার যে শিল্পিত প্রকাশ ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছেন, যেখানে বিশ্বনিয়ন্তা শক্তির প্রতি তিনি আস্থাশীল—সত্যেন্দ্রনাথ চম্পা কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিতে সেই ভাবকে গ্রহণ করলেন মনে প্রাণে।

চম্পা কবিতাটির ভাব ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ করলে কবির রোমান্টিক চেতনা ও ক্লাসিক বোধের মেলবন্ধন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্লাসিকতার ধর্মানুযায়ী সতেন্দ্রনাথ চম্পা ফুলের জন্ম বৃত্তান্ত সুনির্দিষ্ট নিয়ম বন্ধনকে রক্ষা করেই রচনা করেন। তার ফুল ফুটে ওঠার কাল, কালের যন্ত্রণা এবং বেদনাকে গ্রহণ করবার সামর্থ্য প্রকাশ করেন ক্লাসিক কাব্যের রীতি অনুযায়ী। শুধু তাই নয়, দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্য দিয়ে তার আবির্ভাবকে শিল্পিত করে তোলবার জন্য ৬+১০ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধীরলয়ে রচনা করেন। কিন্তু এরই মধ্যে নিহিত থাকে কবির রোমান্টিকতার চেতনা। তাই চম্পার উল্লাস, সংশয় সৌরভময়তা রোমান্টিক ভাবোচ্ছাসেই প্রকাশ পায়।